দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 05 APR 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

03

শিশু শিক্ষার সমস্যা

সাবিনা হুক নীলা

দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয়। বর্তমানে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক সংকট, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জামের অভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে ভবনগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার হচ্ছে না। ফলে যেকোন সময়ে ধসে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। উপরোক্ত সমস্যাগুলোর খবর দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রায়ই ছাপা হচ্ছে। এবং এ সমস্যা নিরসনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তেমন কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করছেন না।

ছোট-বড় যেকোন জাতির উন্নয়ন প্রচেষ্টার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় শক্তির। আর এই উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রাথমিক শক্তি হিসাবে প্রয়োজন সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার। যে দেশে শিক্ষিতের হার বেশী সে দেশের অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত সহজ ও দ্রুত হওয়া সম্ভব। শিশুদের উপরই নির্ভর করে জাতির ভবিষ্যৎ। কোন শিশুই শিক্ষিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে শিশু বুঝতে এবং জানতে শিখে। তবে শিশু যেকোন পরিবেশে জ্ঞান অর্জন করুক না কেন বিদ্যালয়ের শিক্ষাই তার প্রকৃত শিক্ষা। বিদ্যালয় থেকেই একজন শিশু দেশের সুনাগরিক হবার শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাই হলো একজন মানুষের জীবনের প্রকৃত ভিত্তি গঠনের শিক্ষা। মানুষমাত্রেরই শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষার মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজেকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুলতে পারে। শুধুমাত্র নিজের উন্নতি নয়, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্যও শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। তবুও দেশে যে সংখ্যক প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে, তার মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে উপরোক্ত সমস্যা বিরাজমান যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকার বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন এবং সামগ্রিকভাবে দেশে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই তবে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে ঠিক ততোটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায় না। শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিতের হার কম। এর প্রধান কারণ সেখানে লেখা-পড়ার তেমন সুযোগ নেই বললেই চলে। আজকাল শহর এলাকায় কিন্ডার গার্টেন ও কোচিং সেন্টার নামক যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যাঙের ছাতার মত গড়িয়ে উঠেছে, ঠিক এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রাম বা মফস্বল এলাকায় নেই। তাছাড়া এ সব বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচও অত্যাধিক। তাই এসব স্কুলে ছেলে-মেয়ে পড়ানো অনেক অভিভাবকেরই সাধ্যের বাইরে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। প্রাথমিক শিক্ষাকে আমাদের দেশে অবৈতনিক করা হয়েছে। তথাপি উপযুক্ত শিক্ষক, আসবাবপত্র ও উপযুক্তভাবে বিদ্যালয়গুলো পরিচালনার অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি ঘটছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এমন অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা দীর্ঘদিন যাবৎ বেতন পাচ্ছেন না। আর যাঁরা পাচ্ছেন তাঁরা ঠিক সময় মতো পাচ্ছেন না। শিক্ষক, সহকারী শিক্ষা অফিসার ও অফিস সহকারীর পদ শূন্য, অনিয়মিত নিয়োগ ও বদলী ইত্যাদির ফলে দেশের বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে অচলাবস্থার অভিযোগ পাওয়া যায়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন দরজা-জানালা নাই বা বসার বেঞ্চের সংখ্যাও নিতান্তই অপ্রতুল। তাছাড়া অনেক স্কুল ভবনের ছাদ বা দেয়াল ধসে দুর্ঘটনা ঘটবার ভয় আছে। কিছু সংখ্যক শিক্ষক আছেন যাঁরা অনুপস্থিত থেকেও ঠিকমতো বেতন নিচ্ছেন। আবার এমন অভিযোগও রয়েছে যে, প্রশাসনিক সুবিধার্থে একই বিদ্যালয়ে একই পদে দুইজনের বেতন নিচ্ছেন। এটা কিরূপে সম্ভব তা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষই বলতে পারেন। এমনও দেখা গেছে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বিনামূল্যের বই খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা ঘটছে কিভাবে তা আমাদের জানা নেই। শিক্ষকের কাছ থেকেই শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। আর সেই শিক্ষকই যদি অসদুপায় অবলম্বন করে, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের কাছ থেকে কি শিক্ষা গ্রহণ করবে?